গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
মিরপুর-২, ঢাকা ১২১৬
www.dpe.gov.bd

স্মারক নং-৩৮.১০৭.০৩৩.০০.০০.০০৮.২০১৫-৪৩৯ তারিখ: ১৯ চৈত্র, ১৪২৪ / ০২ এপ্রিল, ২০১৮।

প্রজ্ঞাপন

প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত নির্বাহী কমিটির ২৬ তম সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের স্মারক নং-৩৮.০১.০০০০.১০৭.৩৩.০০৮.১৫.৪৩৮, তারিখ: ০২ এপ্রিল ২০১৮ অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০১৭ এর ফলাফলের ভিত্তিতে প্রাথমিক বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের তালিকা প্রকাশ করা হলো এবং নিম্নবর্ণিত হার ও শর্ত সাপেক্ষে এতদ্সঙ্গে সংযুক্ত তালিকা অনুযায়ি ১ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখ হতে ৩ (তিন) বছরের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা ট্যালেন্টপুল ও সাধারণ বৃত্তি প্রদান করা হলো।

বৃত্তি পরিচিতি

(১) পঞ্চম শ্রেণিতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে দুই ধরনের বৃত্তি প্রদানের সংস্থান রাখা হয়েছে: (ক) ট্যালেন্টপুল বৃত্তি- ৩৩,০০০টি ও (খ) সাধারণ বৃত্তি - ৪৯,৫০০টি।

(২) ক. উপজেলা/থানার আওতাধীন প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে ট্যালেন্টপুল বৃত্তি নির্ধারণ করা হয়। মেধাক্রম অনুসারে উপজেলা/থানার মোট বৃত্তি ৫০% ছাত্র ও ৫০% ছাত্রীদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে। অর্থাৎ সকল ট্যালেন্টপুল ও সাধারণ বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ের হার সমান সমান।
খ. ট্যালেন্টপুল বৃত্তি বন্টনের পর প্রতি উপজেলা/থানার ইউনিয়ন/ওয়ার্ডের (সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা) তিনজন ছাত্র ও তিনজন ছাত্রীর মধ্যে মেধানুসারে সাধারণ বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

(৩) নির্ধারিত কোটা অনুযায়ী সাধারণ বৃত্তি এবং মেধাক্রম অনুসারে ট্যালেন্টপুল বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। তবে যে ইউনিয়ন/ওয়ার্ডে যোগ্য ছাত্রী পাওয়া যায়নি সেক্ষেত্রে ছাত্রীর স্থলে ছাত্রকে বৃত্তি দেয়া হয়েছে এবং অনুরূপভাবে যেখানে যোগ্য ছাত্র পাওয়া যায়নি সেক্ষেত্রে ছাত্রের স্থলে ছাত্রীকে বৃত্তি দেয়া হয়েছে।

(৪) যে ওয়ার্ডে (পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভূক্ত) যোগ্য ছাত্র/ছাত্রী পাওয়া যায়নি সেক্ষেত্রে একই উপজেলা/থানার আওতায় যোগ্য ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মেধাক্রম অনুসারে (সাধারণ বৃত্তি) পুন:বন্টনপূর্বক সম্পূরক বৃত্তি দেয়া হয়েছে (তালিকা এতদ্সঙ্গে সংযোজন করা হয়েছে)।

বৃত্তির হার ও মেয়াদ

ট্যালেন্টপুল বৃত্তি		সাধারণ বৃত্তি		মেয়াদ
বৃত্তির হার		বৃত্তির হার		উভয় ক্ষেত্রে ০১.০১.২০১৮ খ্রি: হতে ০৩ (তিন) বছর পর্যন্ত
মাসিক টাকা	এককালীন প্রতি বছর	মাসিক টাকা	এককালীন প্রতি বছর	
৩০০/- (তিনশত) টাকা	২২৫/- (দুইশত পঁচিশ) টাকা	২২৫/- (দুইশত পঁচিশ) টাকা	২২৫/- (দুইশত পঁচিশ) টাকা	

বৃত্তির শর্তাবলি

(১) বৃত্তিধারী ছাত্র/ছাত্রীর সদাচরণ, বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতি ও সন্তোষজনক পাঠোন্নতি সাপেক্ষে বৃত্তির অর্থ প্রদান করা হবে ;

(২) সকল বৃত্তিধারী বিনা বেতনে যে কোন সরকারি, স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বে-সরকারি মাধ্যমিক/ নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ লাভ করবে ;

(৩) কোন ছাত্রছাত্রী অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি না হলে বৃত্তির অর্থ পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। অননুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন কাল পাঠ-বিরতি (ব্রেক অব স্টাডি) হিসেবে গণ্য হবে ;

(৪) ক. সংশ্লিষ্ট সরকারি বিদ্যালয়ের প্রধানগণ/ ক্ষেত্র বিশেষে নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার মাধ্যমে বৃত্তির টাকা স্থানীয় সরকারি কোষাগার হতে উত্তোলন করে বন্টন করবেন ;

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
মিরপুর-২, ঢাকা ১২১৬
www.dpe.gov.bd

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ও ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা সংক্রান্ত নির্বাহী কমিটির ২৬ তম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি ঃ ড. মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল, এনডিসি
মহাপরিচালক ও নির্বাহী কমিটির সভাপতি
সভার তারিখ ঃ ২ এপ্রিল ২০১৮
সভার স্থান ঃ মহাপরিচালকের দপ্তর
সভার সময় ঃ সকাল ১১.০০ টা

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট 'ক'-এ সন্নিবেশ করা হলো।

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে পরিচালক (প্রশাসন) জনাব মোঃ সাবের হোসেন সভার বিষয়ভিত্তিক আলোচনার সূত্রপাত করেন। অতঃপর অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল, এনডিসি সভায় উপস্থিত সকলের সাথে প্রাথমিক বৃত্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। সভাপতিসহ উপস্থিত সদস্যবৃন্দের সক্রিয় অংশগ্রহণে সভায় আলোচনাক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

ক্রমিক	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
১.	বিগত সভার কার্যবিবরণী	বিগত সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন ও আলোচনা করা হয়। গত সভার কার্যবিবরণীর ৩.২ ও ৩.৩ নং অনুচ্ছেদ এ সংশোধনী আনয়নঃ	বিগত সভার কার্যবিবরণী সভায় আলোচনান্তে সংশোধনী গ্রহণ সাপেক্ষে দৃঢ়ীকরণ (Confirm) করা হয়। গত ২৮ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীর ৩.২ ও ৩.৩ নং অনুচ্ছেদ নিম্নরূপে সংশোধন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; প্রতি বিষয়ে উত্তরপত্র পুনঃনিরীক্ষার আবেদনের জন্য ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ১৮০/-টাকা। মোবাইল এসএমএসের মাধ্যমে এ অর্থ কর্তন করা হবে। এক্ষেত্রে মোবাইল অপারেটর এর সার্ভিস চার্জ ১০% হারে ১৮ টাকা কর্তন করা হবে। বর্ণিত বিষয়ে প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার নির্দেশাবলীতেও প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করতে হবে।

ক্রমিক	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
২.	২০১৭ সালের প্রাথমিক বৃত্তির ফলাফল প্রকাশ	২.১। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০১৬ এর ফলাফলের উপর ভিত্তি করে দুই ধরনের বৃত্তি প্রদানের সংস্থান রাখা হয়েছে: (ক) ট্যালেন্টপুল বৃত্তি- ৩৩,০০০টি ও (খ) সাধারণ বৃত্তি - ৪৯,৫০০টি। মোট বৃত্তির সংখ্যা ৮২,৫০০টি। মোট বৃত্তির মধ্যে আইএমডি (এমআইএস) কর্তৃক ৮২,৪৫৪ জনকে বৃত্তি প্রদানের প্রস্তাব সভায় উপস্থাপন করা হয়। ২.২। ট্যালেন্টপুল বৃত্তি উপজেলা কোটায় বিতরণ করা হয়। ট্যালেন্টপুল বৃত্তি উপজেলা ওয়ারি বন্টনের নিয়ম (উপজেলা/ থানার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা X ৩৩০০০ ÷ সারাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ডিআরভূক্তির মোট সংখ্যা)। উপজেলা কোটায় প্রাপ্ত সংখ্যার সমসংখ্যক ছাত্র ও ছাত্রীকে মেধাক্রম অনুসারে ট্যালেন্টপুল বৃত্তি প্রদান করা হয়। এ নিয়ম অনুযায়ী এবার (২০১৭ সালে) মেধা কোটায় (ট্যালেন্টপুল) বৃত্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে ৩৩ হাজারটি বৃত্তি। তন্মধ্যে মেধা কোটায় (ট্যালেন্টপুল) প্রাথমিকভাবে ৩২,৯৯৮ জন শিক্ষার্থীকে নির্বাচন করা হয়েছে এবং ২টি বৃত্তি অবন্টনকৃত রয়েছে। ২.৩। সাধারণ বৃত্তি প্রদানের ইউনিট হলো থানা/ উপজেলাসমূহের ইউনিয়ন এবং পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড অর্থাৎ পৌর ওয়ার্ড/ইউনিয়ন ভিত্তিক সাধারণ বৃত্তি দেওয়া হবে। প্রতিটি পৌর ওয়ার্ড/ইউনিয়নে তিনজন ছাত্র ও তিনজন ছাত্রীকে বা জাতীয় কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে সাধারণ বৃত্তি প্রদান করা হবে, যা ঐ পৌরওয়ার্ড/ ইউনিয়নের যোগ্যতম প্রার্থীকে দেওয়া হবে। কোন পৌর ওয়ার্ড/ইউনিয়নে যোগ্য ছাত্র না পাওয়া গেলে ঐ ছাত্রের বৃত্তি ছাত্রী দ্বারা এবং যোগ্য ছাত্রী পাওয়া না গেলে ঐ বৃত্তি যোগ্য ছাত্র দ্বারা পূরণ করা হবে। এবার (২০১৭ সালে) সাধারণ কোটায় মোট ৪৯,৫০০ জনকে বৃত্তি প্রদানের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ডিআর তথ্য অনুযায়ি মোট ইউনিয়ন/পৌরসভা ওয়ার্ড সংখ্যা ৭৯৭০টি। প্রতিটি ইউনিয়ন/পৌরসভা ওয়ার্ডে ৩+৩=৬টি সাধারন বৃত্তি হিসাবে	বিস্তারিত আলোচনান্তে উপস্থাপিত প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়।

ক্রমিক	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
		৭৯৭০*৬=৪৭৮২০ টি সাধারন বৃত্তি প্রদানের পর (৪৯৫০০-৪৭৮২০)= ১৬৮০টি বৃত্তি অবশিষ্ট থাকবে। অবশিষ্ট বৃত্তি হতে প্রতিটি উপজেলায় আরো ৩টি করে মোট (৫০৯*৩) = ১৫২৭টি সাধারন বৃত্তি প্রদান করা যায়। অবশিষ্ট (১৬৮০-১৫২৭)=১৫৩টি সাধারণ বৃত্তির মধ্যে প্রতিটি জেলায় আরো ২টি করে ৬৪টি জেলায় (৬৪*২)=১২৮টি বৃত্তি বন্টন করা যায়। ২০১৭ সালে সাধারণ কোটায় বন্টনকৃত বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪৯,৪৭৫জন এবং অবন্টনকৃত রয়েছে ২৫টি বৃত্তি। ২.৪। আগামী ৩ (তিন) বছরের জন্য (২০১৮ হতে ২০২০ সন পর্যন্ত) এই বৃত্তি প্রদান এর বিষয়ে ইতোমধ্যে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ ২০১৭ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীতে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীগণ ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণীতে অধ্যয়ন পর্যন্ত এই বৃত্তি প্রাপ্য হবেন। ট্যালেন্টপুল বৃত্তির হার মাসিক ৩০০/- টাকা এবং এককালীন প্রতি বছর ২২৫/- টাকা। সাধারণ বৃত্তির হার মাসিক ২২৫/- টাকা এবং এককালীন প্রতি বছর ২২৫/- টাকা। এ বৃত্তির অর্থ রাজস্ব বাজেটের "৩-২৫৩১-০০০০-৫৯৬৩" বৃত্তি/ স্কলারশীপ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে নির্বাহ করা হবে।	
৩.	বিবিধ	নিম্নোক্ত বিবিধ বিষয়ে আলোচনা করা হয়ঃ ৩.১ প্রাথমিক বৃত্তি ২০১৭ এর ফলাফল প্রকাশের পর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার কর্তৃক পুনঃনিরীক্ষার তথ্য সংশোধন আবেদন গ্রহণ না করার বিষয়ে আলোচনা হয়।	নিম্নোক্ত বিবিধ বিষয়ে আলোচনান্তে সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়ঃ ৩.১.১ প্রাথমিক বৃত্তি ২০১৭ এর ফলাফল প্রকাশের পর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার কর্তৃক পুনঃনিরীক্ষার তথ্য সংশোধন করার বিষয়ে অধিদপ্তরে কোন আবেদন পাওয়া গেলে এর সাথে সংশ্লিষ্টদের বিষয়ে প্রয়োজনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৩। পরিশেষে সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

০৭/৪/১৭

ড. মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল, এনডিসি
মহাপরিচালক
ও
সভাপতি

স্মারক নং-৩৮.০১.০০০০০.১০৭.০৩৩.০২২.১৫.৪৩৮ (২২০)

তারিখ: ১৯ চৈত্র, ১৪২৪।
০২ এপ্রিল, ২০১৮।

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে:

১। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ), ময়মনসিংহ।
৩। মহাপরিচালক, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষন ইউনিট।
৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৫। পরিচালক (সকল)..... প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬। জেলা প্রশাসক (সকল)..... জেলা।
৮। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৯। উপসচিব (বিদ্যালয়), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। উপসচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। উপসচিব (মাদরাসা), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। উপসচিব (ব্যয় নিয়ন্ত্রণ-১), অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২। পরিচালক (প্রশাসন), বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা পরিবীক্ষণ মূল্যায়ন ইউনিট।
১৩। উপপরিচালক (সংস্থাপন), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
১৪। উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৫। উপপরিচালক (পাঠ্যক্রম ও গবেষণা), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
১৬। উপপরিচালক (প্রশাসন), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
১৭। বিভাগীয় উপ-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা/রাজশাহী/বরিশাল/সিলেট/রংপুর বিভাগ
১৮। সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা ।
২০। জনাব .....জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ।
২০। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (সকল)..... জেলা ।
২১। জেনারেল ম্যানেজার, টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড, ঢাকা।
২২। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
২৩। অফিস নথি।

০২/৪/১৮

মোঃ আতাউর রহমান
সহকারী পরিচালক (সাধারণ প্রশাসন)
ফোনঃ ০২-৫৫০৭৪৯১৭